পলিসি ব্রিফ
৯১/ ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ, সুবিধাবঞ্চিত, স্কুল-বহির্ভূত, ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার জন্য প্রকল্প গ্রহণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতির খসড়া ও শিক্ষা আইন, ২০১৩ সহ বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশু ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস, ছেলে-মেয়ের সংখ্যাসাম্য বৃদ্ধি, নারী শিক্ষক নিয়োগের হার বৃদ্ধি, সর্বজনীন সমাপনী পরীক্ষা প্রচলন, তথ্য-প্রযুক্তির সন্নিবেশ, সঠিক সময়ে বই প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন অগ্রগতি লক্ষণীয়। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে গৃহীত এ সকল অগ্রগতি থাকলেও এ খাতে সুশাসনের ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘাটতি এবং তার ফলে বহুমাত্রিক দুর্নীতি বিদ্যমান থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শ সভায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বিরাজমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত তথ্য উঠে আসে। এসব তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশে সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে উপযোগী ইতিবাচক পরিবর্তনে এই পলিসি ব্রিফে উত্থাপিত সুপারিশমালা সহায়ক হবে বলে টিআইবি বিশ্বাস করে।

সুপারিশ

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
সক্ষমতা: মানব সম্পদ, নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ	
১. **জনবল:** ● শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩০ করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক পাঠদান নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে পাঁচজন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ● সকল স্তরে শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। কাজের চাপ বেশি এমন শিক্ষা অফিসগুলোতে কাজের চাপ কম এরকম অফিস থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারী পদায়ন করে সমন্বয় করা যেতে পারে। ● জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক নিয়োগ বিধিমালা তৈরি করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের পদ পূরণ করার ক্ষেত্রে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের জন্যে প্রয়োজনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা। ২. যেসব বিদ্যালয়ে পিওন/দপ্তরী ও ক্লিনার নেই সেসব বিদ্যালয়ে পিওন/দপ্তরী ও ক্লিনার নিয়োগ দিতে হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৩. **প্রশিক্ষণ:** ● শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে পাঠদানের পূর্বে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তথ্যের উন্মুক্তকরণের বিষয়েও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ● শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি সহায়ক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, লিডারশিপ প্রশিক্ষণ, সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। ● বিদ্যালয় পর্যায়ে ডিজিটাল কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারণ নিশ্চিত করতে বিদ্যালয় ও শিক্ষা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৪. **বেতন স্কেল:** শিক্ষকদের বেতনের স্কেলে জ্যেষ্ঠতার কারণে প্রাপ্য ন্যায্য সুবিধার প্রতিফলন থাকতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
সক্ষমতা: মানব সম্পদ, নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ	
৫. **বদলি:** শিক্ষা কর্মকর্তাদের বদলির নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে এবং কর্মচারীদের বদলির নতুন নীতিমালা কার্যকর করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৬. **পদায়ন:** শিক্ষকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধ করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৭. **পদোন্নতি:** শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কর্ম সম্পাদন ও আচরণ পেশাগত মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ায় নিয়মিত পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৮. **শিক্ষা বহির্ভূত কাজে সম্পৃক্ততা:** শিক্ষা বহির্ভূত কার্যক্রমের সাথে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
অবকাঠামো	
৯. **ভবন নির্মাণ:** ● প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে। ● যথোপযুক্ত শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক তথা সার্বিক বিকাশের উপযোগী বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করতে হবে। ● প্রতিটি বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে। ● শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ন্যায় পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর গঠন করতে হবে। ● উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলোতে সভাকক্ষ, প্রশিক্ষণ কক্ষ ও বই রাখার জন্য নিজস্ব সংরক্ষণাগার (গোডাউন) সহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি
১০. **লজিস্টিক সুবিধা:** ● শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে শ্রেণিকক্ষ, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। ● শিক্ষা সেবায় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যালয় ও শিক্ষা অফিসগুলোতে মানসম্মত কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ইন্টারনেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। ● নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১১. **যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন:** কমিউনিটি হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত, বিশেষত পার্বত্য, হাওর, উপকূলীয় এলাকা ও চা বাগানে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে শিশুদের বিদ্যালয় গমন নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনিক ও আর্থিক	
১২. **বাজেট বরাদ্দ:** ● বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচী (মা সমাবেশ, দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি) বাস্তবায়ন ও কন্টিনজেন্সি বাবদ এবং শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের যাতায়াত ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। ● মেরামতের টাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ না করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়
১৩. **পরীক্ষার ফি:** পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং কম বরাদ্দের নামে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় বন্ধ করতে হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১৪. **নির্দিষ্ট সময়ে বরাদ্দ প্রাপ্তি:** উপজেলা শিক্ষা কার্যালয় ও বিদ্যালয় পর্যায়ে সকল বরাদ্দ আর্থিক বছর শুরু হওয়ার এক হতে দুই মাসের মধ্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১৫. **পেনশন প্রাপ্তি:** শিক্ষকদের হয়রানিমুক্ত পেনশনের জন্য শিক্ষা কার্যালয়ের কার্যক্রম দুর্নীতিমুক্ত ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
জবাবদিহিতা	
১৬. **ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা:** স্থানীয় পর্যায়ে ভবনের নির্মাণের মান বজায় রাখার জন্য নির্মাণের সময়ে অভিভাবকসহ স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৭. স্কুল পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ: ● শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটরিং বাড়াতে হবে এবং এর জন্য সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। একইভাবে শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতি ও প্রস্থান নিয়ম অনুসারে নিশ্চিত করতে হবে। দূরবর্তী বিদ্যালয়ের পরিদর্শন নিয়মিত করতে হবে। শিক্ষা কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের এলাকায় অবস্থান এবং তাদের কাজের জন্য নিয়ম অনুযায়ী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। ● স্কুল পরিদর্শনের প্রতিবেদন তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনের মাধ্যমে জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস ও স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সেই প্রতিবেদনের সুপারিশ ও মন্তব্য অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকলকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ● শিক্ষকদের বার্ষিক মূল্যায়নে ৩৬০ ডিগ্রী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১৮. ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা: শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের ভালো কাজের জন্য প্রণোদনা দান করতে হবে এবং অনিয়ম, দুর্নীতির জন্য শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১৯. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা: জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলোতে অনলাইন অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা থাকতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ে তা নিরসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অভিযোগ প্রদানকারীর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততা	
২০. নিয়োগে স্বচ্ছতা: বিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ে নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২১. আইন কার্যকরকরণ ও তথ্য প্রদানের নির্দেশ: প্রাথমিক শিক্ষা খাতে চাহিত তথ্যের বাইরের তথ্যও স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের যে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষা কার্যালয়ে কার্যকর করার নির্দেশনা পাঠাতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২২. সুশাসন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ: ● বিদ্যালয় পর্যায়ে বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়, শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, পরিদর্শন, শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সেবা প্রাপ্তির নিয়ম, উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্যতা এবং পরিমাণ, এসএমসি সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য, অভিভাবকদের সন্তুষ্টির মাত্রা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করতে হবে। ● নিয়ম-বহির্ভূত কার্যক্রম যেমন - অর্থ আত্মসাৎ, অপচয় ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষা অফিসগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠী, অভিভাবক ও নাগরিক সমাজের সদস্যগণকে নজরদারির কাজে সম্পৃক্ত করতে পারে। ● প্রাপ্ত বরাদ্দ ও বাজেট সম্পর্কিত তথ্য শিক্ষা অফিসগুলোতে নোটিশ বোর্ডে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। সকল প্রকার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও ক্রয় খাতে রাজনৈতিক বা অন্য সকল প্রকার প্রভাবমুক্ত থেকে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুসরণপূর্বক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে ● নাগরিক সনদে শিক্ষা কর্মকর্তাদের কার কী দায়িত্ব তা উল্লেখ করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২৩. তথ্য প্রদানের মাধ্যম: ● শিক্ষা সেবা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত মা/ অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করতে হবে। সকল অংশীজনের জন্য তথ্য প্রাপ্তি বা অভিগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং বোর্ড, নাগরিক সনদ এবং অন্যান্য তথ্য বোর্ড উন্মুক্ত স্থানে সহজে পাঠযোগ্যভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ● মা সমাবেশগুলোতে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিভাবকের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনামূলক চিঠি পাঠানো, শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের মা সমাবেশে আসা এবং স্কুল তথ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানানো, উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা, নাটক, লোক গান, লিফলেট ও বিভিন্ন ধরনের ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করা এবং ইতিবাচক চর্চাগুলোকে বেশি করে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ● বিদ্যালয়ের উন্নয়নের পাশাপাশি অনিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য শিক্ষক, এসএমসি'র সদস্য, শিক্ষা কর্মকর্তা এবং অভিভাবকদের মধ্যে নিয়মিত মত বিনিময় সভা বা সংলাপের আয়োজন করতে হবে। নৈতিকতার শিক্ষা ও চর্চার লক্ষ্যে শিক্ষা অফিসগুলোতে নিয়মিত মতবিনিময় ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
কমিউনিটির অংশগ্রহণ	
২৪. **এসএমসি গঠন:** রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কার্যকর এসএমসি গঠন করতে হবে। এর জন্য অভিভাবকদের মধ্য থেকে এসএমসির সদস্য সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে এবং বিদ্যালয় পরিচালনায় কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে সদস্য হওয়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনায় আনতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২৫. **এসএমসি ও অভিভাবকদের সচেতনতা:** এসএমসি'র সকল সদস্য ও অভিভাবকদের জন্য তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২৬. **এসএমসির সভা:** এসএমসির সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সভা করার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
২৭. **'অ্যাক্টিভ মাদারস ফোরাম' গঠন:** প্রতিটি বিদ্যালয়ে 'অ্যাক্টিভ মাদারস ফোরাম' গঠন করতে হবে।	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
চা শ্রমিক, দলিত, আদিবাসীসহ সকল প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ	
২৮. **বৈষম্য দূরকরণ:** চা শ্রমিক, দলিত ও আদিবাসীসহ সকল প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূর করতে হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষক
২৯. **সার্বজনীন শিক্ষার সরকারি নীতি কার্যকরকরণ:** চা শ্রমিকের সন্তানদের জন্য সার্বজনীন শিক্ষার সরকারি নীতি 'সকলের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা' নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে চা বাগান এলাকাগুলোতেও শিক্ষা খাতে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যেমন – চা বাগানের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতায় আনতে হবে।	
৩০. **অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা:** অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রসমূহ যেমন– মাতৃভাষায় পাঠদান, নিজ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ইত্যাদি চিহ্নিত করে জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০-কে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে।	
৩১. **মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ:** আদিবাসী এবং দলিত শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে; এছাড়া তাদের ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।	

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh